রুথ

রুথ ও নয়েমি

১ বিচারকদের আমলে দেশে একসময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তখন যুদার বেথলেহেমের একজন লোক
তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে মোয়াবের সমতল ভূমিতে বসবাস করতে গেলেন। ২ লোকটির
নাম এলিমেলেক, তাঁর স্ত্রীর নাম নয়েমি, ও তাঁর দুই ছেলের নাম মাহ্লোন ও কিলিওন; তাঁরা ছিলেন
যুদার বেথলেহেম-নিবাসী এফ্রাথীয়। মোয়াবের সমতল ভূমিতে গিয়ে তাঁরা সেইখানে বসতি
করলেন। ৩ পরে নয়েমির স্বামী এলিমেলেকের মৃত্যু হল, আর নয়েমি ও তাঁর দুই ছেলে একাই হয়ে
রইলেন। ৪ এই দু'জন মোয়াবীয়া মেয়েদের বিবাহ করলেন: একজনের নাম অর্পা, আর একজনের
নাম রুথ। তাঁরা সকলে সেই জায়গায় দশ বছরের মত বাস করলেন। ৫ পরে মাহ্লোন ও কিলিওন
এই দু'জনেরও মৃত্যু হল, তাই নয়েমি স্বামী ও পুত্র-বঞ্চিতা হয়ে একাই রইলেন।

৬ তখন তিনি তাঁর দুই পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে ফিরে যাবেন বলে স্থির
করলেন, কারণ মোয়াবের সমতল ভূমিতে তিনি শুনতে পেয়েছিলেন যে, প্রভু তাঁর আপন জনগণকে
দেখতে এসে তাদের জন্য খাদ্য যুগিয়ে দিয়েছেন। ৭ তাই তিনি যেখানে থাকতেন, তাঁর দুই
পুত্রবধূকে সঙ্গে নিয়ে সেই জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন, এবং যুদা অঞ্চলে ফিরে যাবার জন্য
রওনা হলেন। ৮ নয়েমি দুই পুত্রবধূকে বললেন, 'তোমরা যাও, নিজ নিজ মায়ের বাড়িতে ফিরে
যাও; সেই মৃতজনদের প্রতি ও আমার প্রতি তোমরা যেমন সহৃদয়তা দেখিয়েছ, প্রভু যেন
তোমাদের প্রতি তেমন সহৃদয়তা দেখান। ৯ প্রভু তোমাদের এমনটি মঞ্জুর করুন, তোমরা দু'জনে
যেন কোন এক স্বামীর বাড়িতে আশ্রয় পেতে পার।' তিনি তাঁদের চুম্বন করলেন, কিন্তু তাঁরা জোরে
কাঁদতে লাগলেন; ১০ বলছিলেন, 'না, আমরা তোমারই সঙ্গে তোমার লোকদের কাছে ফিরে যাব।'
১১ নয়েমি বললেন, 'মেয়েরা আমার, ফিরে যাও; আমার সঙ্গে কেন যাবে? আমার গর্ভে কি এখনও
সন্তান আছে যে তোমাদের স্বামী হতে পারবে? ১২ মেয়েরা আমার, ফের, চলে যাও; কারণ আমি
এখন বৃদ্ধা, আবার বিবাহ করা আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়। যদিও বলতাম, আমার আশা আছে:
আজ রাতেই বিবাহ করব ও পুত্রসন্তান প্রসব করব, ১৩ তবু তোমরা কি তাদের বয়স না হওয়া পর্যন্ত
অপেক্ষা করবে? এজন্যই কি তোমরা বিবাহ না করে থাকবে? না, মেয়েরা আমার, তা হবে না;
প্রভুর হাত যে আমার বিরুদ্ধে বাড়ানো রয়েছে, তাতে তোমাদের জন্য আমার হৃদয় তিক্ত।'

১৪ তখন পুত্রবধূরা আবার জোরে কাঁদতে লাগলেন; পরে অর্পা তাঁর শাশুড়ীকে চুম্বন করে বিদায়
নিলেন, কিন্তু রুথ তাঁকে আঁকড়ে ধরলেন। ১৫ তখন নয়েমি তাঁকে বললেন, 'দেখ, তোমার বড় জা
তার নিজের লোকদের ও তার নিজের দেবতার কাছে ফিরে গেল, তুমিও তোমার বড় জার পিছু
পিছু ফিরে যাও।' ১৬ কিন্তু রুথ উত্তরে বললেন, 'তোমাকে ছেড়ে চলে যেতে, তোমাকে ফেলে রেখে
একা ফিরে যেতে, একথা আমাকে বারবার বলো না, কেননা

তুমি যেখানে যাবে, আমিও সেখানে যাব;
তুমি যেখানে রাত কাটাবে, আমিও সেখানে রাত কাটাব;
তোমার জাতির মানুষ হবে আমার জাতির মানুষ;
তোমার পরমেশ্বর হবেন আমার আপন পরমেশ্বর;

[১৭] তুমি যেখানে মরবে, আমিও সেখানে মরব,
সেইখানে আমাকে সমাধি দেওয়া হবে;
কেবল মৃত্যু ছাড়া অন্য কিছুই
যদি তোমা থেকে আমাকে পৃথক করতে পারে,
তবে প্রভু আমার উপর বড় শাস্তির সঙ্গে
আরও বড় শাস্তিও এনে দিন।'

[১৮] নয়েমি যখন দেখলেন, রুথ তাঁর সঙ্গে যেতে দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ, তখন তাঁকে আর কিছু বললেন না।
[১৯] তাই তাঁরা দু'জনে পথ চলতে চলতে শেষে বেথলেহেমে এসে পৌঁছলেন। তাঁরা বেথলেহেমে এসে পৌঁছলে পর সমস্ত শহর তাঁদের বিষয়ে অস্থির হয়ে উঠল; স্ত্রীলোকেরা বলছিল, 'এ কি নয়েমি?' [২০] তিনি তাদের বললেন, 'তোমরা আমাকে নয়েমি আর বলো না, মারা-ই বরং বলে ডাক, কারণ সর্বশক্তিমান আমার জীবন তিক্ত করেছেন।

[২১] আমি পরিপূর্ণা হয়ে রওনা হয়েছিলাম,
এখন প্রভু আমাকে শূন্যা করে ফিরিয়ে আনলেন।
তোমরা আমাকে কেন নয়েমি বলে ডাকবে,
যখন প্রভু আমার বিপক্ষেই দাঁড়িয়েছেন,
ও সর্বশক্তিমান আমাকে দুঃখক্লিষ্টা করেছেন?'

[২২] এইভাবে নয়েমি ফিরে এলেন, তাঁর সঙ্গে তাঁর মোয়াবীয়া পুত্রবধূ রুথও মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে এলেন। যবের ফসল কাটার সময়ের আরম্ভেই তাঁরা বেথলেহেমে এসে পৌঁছলেন।

বোয়াজের মাঠে রুথ

২ স্বামীর দিক থেকে এলিমেলেকের গোত্রে নয়েমির একজন জ্ঞাতি ছিলেন, তিনি যথেষ্ট অবস্থাপন্ন লোক, তাঁর নাম বোয়াজ। [২] মোয়াবীয়া রুথ নয়েমিকে বললেন, 'আমাকে মাঠে যেতে দাও; যে মাঠে ফসল তোলা হচ্ছে, সেখানে গিয়ে আমি মাটিতে পড়া শিষগুলো এমন একজনের পিছু পিছু কুড়োই, যার দৃষ্টিতে অনুগ্রহ পাই।' নয়েমি বললেন, 'মেয়ে আমার, যাও।' [৩] তিনি গিয়ে মাঠে শস্যকাটিয়েদের পিছু পিছু মাটিতে পড়া শিষ কুড়োতে লাগলেন; দৈবাৎ তিনি এলিমেলেকের গোত্রের ওই বোয়াজের জমিতেই গিয়ে পড়লেন। [৪] আর দেখ, বোয়াজ বেথলেহেম থেকে এসে কাটিয়েদের বললেন, 'প্রভু তোমাদের সঙ্গে থাকুন।' তারা উত্তরে বলল, 'প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুন।' [৫] কাটিয়েদের উপরে তাঁর যে কর্মচারী নিযুক্ত ছিল, তাকে বোয়াজ জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ যুবতী মেয়ে কার্?' [৬] কাটিয়েদের উপরে নিযুক্ত কর্মচারী উত্তরে বলল, 'এ সেই মোয়াবীয়া যুবতী, যে নয়েমির সঙ্গে মোয়াবের সমতল ভূমি থেকে এসেছিল; [৭] সে বলল: দয়া করে আমাকে কাটিয়েদের পিছু পিছু আটিগুলোর মধ্যে মাটিতে পড়া শিষ কুড়িয়ে সংগ্রহ করতে দাও। তাই সে এসে সকাল থেকে এখন পর্যন্ত এখানে রয়েছে: ঘর নয়, এ-ই তো তার বাসস্থান!' [৮] তখন বোয়াজ রুথকে বললেন, 'মেয়ে আমার, একটু শোন; কুড়োতে তুমি অন্য মাঠে যেয়ো না; এখান থেকে চলে যেয়োও না; এখানে আমার যুবতী দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাক। [৯] কাটিয়েরা যে মাঠের ফসল কাটবে,

সেদিকে নজর রেখে তুমি দাসীদের পিছনে যাও; আমি কি আমার যুবকদের তোমাকে বিরক্ত করতে
নিষেধ করিনি? আর তোমার তেষ্টা পেলে তুমি পাত্রের ধারে গিয়ে, যুবকেরা যে জল তুলেছে, তা
থেকে খাও।' [১০] তখন রুথ উপুড় হয়ে ভূমিতে প্রণিপাত করলেন; তাঁকে বললেন, 'আমি কেন
আপনার দৃষ্টিতে এমন অনুগ্রহের পাত্র হয়েছি যে, বিদেশিনী এই আমার প্রতি আপনি মুখ তুলে
চাইলেন?' [১১] বোয়াজ উত্তরে বললেন, 'আমাকে বলা হয়েছে, তোমার স্বামীর মৃত্যুর পরে তুমি
তোমার শাশুড়ীর প্রতি কেমন ব্যবহার করেছ; এও শুনেছি যে, তোমার পিতামাতা ও জন্মভূমি ছেড়ে
তুমি আগে যাদের জানতে না, এমন লোকদেরই কাছে এসেছ। [১২] প্রভু তোমার তেমন ব্যবহারের
যোগ্য মজুরি দিন; ইস্রায়েলের পরমেশ্বর যে প্রভুর ডানার নিচে তুমি আশ্রয় নিয়েছ, তিনি তোমাকে
পুরো মজুরি দিন।' [১৩] রুথ বললেন, 'প্রভু আমার, আমি যেন আপনার দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র হতে
পারি! আমি আপনার একটা দাসীর সমান না হলেও আপনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন, আপনার
এই দাসীর হৃদয় জুড়িয়ে দিয়েছেন!' [১৪] খাওয়া-দাওয়ার সময়ে বোয়াজ তাঁকে বললেন, 'এখানে
এসে রুটি খাও, তোমার রুটির টুকরোটা সির্কায় ভিজিয়ে নাও।' তাই তিনি কাটিয়েদের পাশে
পাশে বসলেন, আর বোয়াজ তাঁকে ভাজা গম দিলেন; রুথ তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন, আর বাকি কিছুটা
বাঁচিয়ে রাখলেন। [১৫] পরে তিনি উঠে যখন কুড়োতে যাচ্ছিলেন, তখন বোয়াজ তাঁর কর্মচারীদের
আজ্ঞা দিলেন: 'ওকে আটিগুলোর মধ্যেও কুড়োতে দাও, ওকে বিরক্ত করবে না। [১৬] এমনকি, ওর
জন্য বাঁধা আটি থেকে ইচ্ছা করেই কিছুটা শিষ মাটিতে পড়তে দাও; সেগুলো রেখে যাও, ও যেন
তা কুড়োতে পারে; ওকে ধমক দেবে না!'

[১৭] তাই রুথ সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই মাঠে কুড়োলেন; পরে তিনি কুড়িয়ে নেওয়া শিষগুলো মাড়াই
করালে তাতে প্রায় এক মণ যব হল। [১৮] তা তুলে নিয়ে তিনি শহরে ফিরে গেলেন, এবং শাশুড়ী
তাঁর কুড়িয়ে নেওয়া শিষগুলো দেখলেন। পরে রুথ যে খাবারটুকু বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, তা বের করে
তাঁকে দিলেন। [১৯] শাশুড়ী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আজ কোথায় কুড়িয়েছ? কোথায় কাজ
করেছ? যিনি তোমার দিকে মুখ তুলে চাইলেন, তিনি ধন্য হোন!' তখন রুথ কার্ মাঠে কাজ
করেছিলেন, তা শাশুড়ীকে জানিয়ে দিলেন; বললেন, 'যাঁর কাছে আজ কাজ করেছি, তাঁর নাম
বোয়াজ।' [২০] নয়েমি পুত্রবধূকে বললেন, 'তিনি প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হোন! তিনি জীবিত ও
মৃতদের প্রতি সহৃদয়তা দেখাতে ক্ষান্ত হননি।' নয়েমি বলে চললেন, 'এই লোকের সঙ্গে আমাদের
ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি-সম্পর্ক আছে; মূল্য দিয়ে আমাদের মুক্তিসাধনের অধিকার যাঁদের আছে, সেই
জ্ঞাতিদের মধ্যে তিনি একজন।' [২১] মোয়াবীয়া রুথ বললেন, 'তিনি আমাকে একথাও বললেন,
আমার সমস্ত ফসল-কাটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার কর্মচারীদের সঙ্গে সঙ্গে থাক।' [২২] তখন
নয়েমি পুত্রবধূ রুথকে বললেন, 'মেয়ে আমার, ভাল কথাই যে তুমি তাঁর দাসীদের সঙ্গে যাবে, এবং
অন্য কোন মাঠে তোমাকে দুর্ব্যবহার সহ্য করতে যেতে হবে না।' [২৩] তাই যব ও গম কাটা শেষ
হওয়া পর্যন্ত তিনি কুড়োবার জন্য বোয়াজের দাসীদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলেন; পরে শাশুড়ীর সঙ্গে
বসবাস করলেন।

খামারে যাপিত রাত

৩ তাঁর শাশুড়ী নয়েমি তাঁকে বললেন, 'মেয়ে আমার, তোমার জন্য আমাকে কি এমন স্থায়ী ব্যবস্থা
খোঁজ করতে হবে না, যেন তোমার সুখ হয়? [২] যাঁর দাসীদের সঙ্গে তুমি সম্প্রতি ছিলে, সেই বোয়াজ

কি আমাদের জ্ঞাতি নন? দেখ, তিনি আজ রাতে খামারে যব ঝাড়বেন। ৩ তাই তুমি এখন স্নান কর,
গায়ে তেল মাখ, গায়ে আলোয়ান জড়াও, এবং সেই খামারে নেমে যাও; তিনি খাওয়া-দাওয়া শেষ
করার আগে তুমি তাঁকে নিজেকে চিনতে দিয়ো না। ৪ তিনি যখন শুতে যাবেন, তখন তুমি তাঁর
শোয়ার জায়গা লক্ষ কর, পরে গিয়ে তাঁর পায়ের দিকে কম্বল খুলে সেখানে শোও; তোমাকে যে কী
করতে হবে, তা তিনি নিজেই তোমাকে বলবেন।' ৫ রুথ বললেন, 'তুমি যা বলেছ, আমি তা সবই
করব।'

৬ তাই তিনি সেই খামারে গিয়ে তাঁর শাশুড়ী যা কিছু আদেশ করেছিলেন, তা সবই করলেন। ৭
বোয়াজ খাওয়া-দাওয়া করলেন ও হৃদয়ে আনন্দকে স্থান দিলেন; পরে যবের রাশির ধারে শুতে
গেলেন। তখন রুথ আস্তে আস্তে এসে তাঁর পায়ের দিকে কম্বল খুলে সেখানে শুইলেন। ৮
মাঝরাতের দিকে লোকটি চকিত হয়ে জেগে উঠে চারদিকে তাকালেন; আর দেখ, একটি স্ত্রীলোক
তাঁর পায়ের ধারে শুয়ে আছে। ৯ তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি আবার কে?' রুথ উত্তর দিলেন,
'আমি আপনার দাসী রুথ; আপনার এই দাসীর উপরে আপনি আপনার ডানা মেলে দিন, কারণ
জ্ঞাতি বলে আপনারই তো মূল্য দিয়ে মুক্তিসাধনের অধিকার আছে।' ১০ তিনি বললেন, 'মেয়ে
আমার, তুমি যেন প্রভুর আশীর্বাদের পাত্র হতে পার, কারণ তুমি ধনী বা গরিব কোন যুবা পুরুষের
খোঁজে না যাওয়ায় আগেরটার চেয়ে তোমার এই দ্বিতীয় সৎকাজই শ্রেয়। ১১ মেয়ে আমার, ভয় করো
না, তুমি যা বলবে, আমি তোমার জন্য তা সবই করব; কারণ তুমি যে সদ্‌গুণবতী, একথা আমার
সহনাগরিকেরা সকলেই জানে। ১২ আর আমি যে জ্ঞাতি বলে মূল্য দিয়ে তোমার পক্ষে মুক্তিকর্ম
সাধনের অধিকারী, একথা সত্য; কিন্তু আমার চেয়েও আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের আর একজন জ্ঞাতি
আছে। ১৩ আজ রাতে এখানে থাক, সকালে সে যদি তোমার পক্ষে তার নিজের অধিকার অনুশীলন
করতে ইচ্ছুক, তবে ভাল, সে-ই মূল্য দিয়ে তোমার পক্ষে মুক্তিকর্ম সাধন করুক; কিন্তু যদি তা
করতে তার ইচ্ছা না হয়, তবে জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আমিই মূল্য দিয়ে তোমাকে মুক্ত করব। তুমি
সকাল পর্যন্ত শুয়ে থাক!'

১৪ তাই রুথ সকাল পর্যন্ত তাঁর পায়ের ধারে শুয়ে রইলেন, কিন্তু, কেউ অন্য কাউকে চিনতে পারে
এমন সময়ের আগে তিনি উঠলেন। আর বোয়াজ ভাবছিলেন, 'এই স্ত্রীলোক যে খামারে এসেছে,
একথা লোকে যেন না জানতে পারে।' ১৫ পরে তিনি বললেন, 'তোমার গায়ে যে আলোয়ান আছে,
তা নিয়ে এসো, পেতে ধর।' রুথ তা পেতে ধরলে তিনি ছয় দাঁড়ি যব তার মাথায় দিলেন; তখন
রুথ শহরে চলে গেলেন; ১৬ রুথ শাশুড়ীর কাছে এলে তাঁর শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, 'মেয়ে আমার,
তবে কী হল?' আর রুথ তাঁর জন্য সেই লোক যে কী করেছিলেন, তা সবই তাঁকে জানিয়ে দিলেন।
১৭ আরও বললেন, 'শাশুড়ীর কাছে খালি হাতে যেয়ো না; আর তাই বলে তিনি আমাকে এই ছয়
দাঁড়ি যব দিয়েছেন।' ১৮ তাঁর শাশুড়ী তাঁকে বললেন, 'মেয়ে আমার, অপেক্ষায় থাক যতক্ষণ না
জানতে পার শেষে কী ঘটবে; কেননা আজই ব্যাপারটা সমাধা না করে লোকটি ক্ষান্ত হবেন না।'

বিবাহ

৪ এদিকে বোয়াজ নগরদ্বারে উঠে গিয়ে সেইখানে বসলেন। আর দেখ, মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার
যার আছে, সেই যে জ্ঞাতির কথা তিনি বলেছিলেন, ঠিক সেই লোক পথ দিয়ে এগিয়ে আসছে;

বোয়াজ তাকে বললেন, ‘ওহে বন্ধু, এখানে এসে একটু বস;’ সে এগিয়ে এসে বসল। ২ পরে
বোয়াজ শহরের প্রবীণদের মধ্য থেকে দশজনকে বেছে নিয়ে তাঁদের বললেন, ‘এখানে বসুন।’ তাঁরা
বসলেন। ৩ তখন বোয়াজ মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার ছিল, সেই জ্ঞাতিকে বললেন, ‘আমাদের
ভাই এলিমেলেকের যে একখণ্ড জমি ছিল, তা সেই নয়েমি বিক্রি করছেন, যিনি মোয়াবের সমতল
ভূমি থেকে ফিরে এসেছেন। ৪ আমি ভাবলাম, কথাটা জানিয়ে তোমাকে বলব: তুমি এখানে বসা
এই লোকদের সামনে ও আমার স্বজাতীয় প্রবীণদের সামনে তা কিনে নাও। মুক্তিকর্ম সাধনের
তোমার যে অধিকার, তা যদি অনুশীলন করতে চাও, তবে তা কর; করতে না চাইলে, তবে
আমাকে বল, যেন আমি জানতে পারি; কেননা তুমি ছাড়া মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার আর কারও
নেই, আর তোমার পরে আমি আছি।’ লোকটি বলল, ‘আমি তা মুক্ত করতে রাজি।’ ৫ তখন বোয়াজ
বললেন, ‘তুমি যেদিন নয়েমির হাত থেকে সেই জমিটা কিনবে, তখন সেইসঙ্গে মৃত ব্যক্তির
উত্তরাধিকারে তার নাম রক্ষা করার জন্য মৃত ব্যক্তির স্ত্রী সেই মোয়াবীয়া রুথকেও তোমাকে কিনতে
হবে।’ ৬ মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার ছিল, সে বলল, ‘মুক্তিকর্ম সাধনের যে অধিকার আমার
আছে, তা আমি অনুশীলন করতে পারব না, করলে আমার নিজের উত্তরাধিকারেরই ক্ষতি করব।
আমি যখন মুক্তিকর্ম সাধনের আমার সেই অধিকার অনুশীলন করতে পারি না, তখন তুমি নিজেই
আমার সেই অধিকার অনুশীলন কর।’

৭ একসময় ইস্রায়েলে মুক্তিকর্ম ও বিনিময় ক্ষেত্রে সমস্ত কথা পাকাপাকি করার জন্য এই প্রথা
ছিল: এক পক্ষ জুতো খুলে তা অপর পক্ষকে দিত; ইস্রায়েলে এইভাবেই বিষয়টা স্বাক্ষরিত হত। ৮
তাই মুক্তিকর্ম সাধনের অধিকার যার ছিল, সেই জ্ঞাতি যখন বোয়াজকে বলল, ‘তুমি নিজের জন্য
তা কিনে নাও,’ তখন সে জুতো খুলে দিল।

৯ তখন বোয়াজ প্রবীণদের ও সেখানে উপস্থিত সকলকে বললেন, ‘আজ আপনারা সাক্ষী হলেন
যে, এলিমেলেকের যা কিছু ছিল, এবং কিলিওনের ও মাহ্লোনের যা কিছু ছিল, সেই সবকিছু আমি
নয়েমির হাত থেকে কিনলাম, ১০ এবং সেই মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারে তার নাম রক্ষা করার জন্য
আমি নিজের স্ত্রীরূপে মাহ্লোনের স্ত্রী সেই মোয়াবীয়া রুথকেও কিনলাম, যেন সেই মৃত ব্যক্তির নাম
তার ভাইদের মধ্যে ও তার নগরদ্বারে লুপ্ত না হয়। আপনারাই আজ এই সমস্ত কিছুর সাক্ষী।’ ১১
নগরদ্বারে উপস্থিত সকল লোক বলল, ‘হ্যাঁ, আমরা সাক্ষী।’ আর প্রবীণেরা এও বললেন, ‘যে
স্ত্রীলোক তোমার কুলে প্রবেশ করছে, প্রভু তাকে রাখেল ও লিয়ার মত করুন—সেই যে দু’জন
নারী, যাঁরা ইস্রায়েলের কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এফ্রাথায় ঐশ্বর্য জমাও, বেথলেহেমে সুনাম জয়
কর! ১২ প্রভু এই তরুণীর গর্ভ থেকে যে বংশকে তোমাকে দেবেন, সেই বংশ দ্বারা তোমার কুল
পেরেসের কুলের মত হোক, সেই যে পেরেসকে তামার যুদার ঘরে প্রসব করলেন!’

১৩ তাই বোয়াজ রুথকে গ্রহণ করলেন, আর তিনি তাঁর স্ত্রী হলেন। বোয়াজের সঙ্গে মিলনের ফলে
রুথ প্রভুর প্রভাবে গর্ভধারণ করে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। ১৪ আর স্ত্রীলোকেরা নয়েমিকে
বলছিল: ‘ধন্য প্রভু, যিনি আজ তোমাকে মুক্তিসাধক-বঞ্চিতা রাখেননি। ইস্রায়েলে তাঁর নাম কীর্তিত
হোক। ১৫ শিশুটি তোমার প্রাণ জুড়াবে, সে হবে তোমার বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন; কেননা তোমাকে যে
ভালবাসে ও তোমার কাছে সাত পুত্রসন্তানের চেয়েও মূল্যবতী, তোমার সেই পুত্রবধূই একে প্রসব
করেছে।’ ১৬ তখন নয়েমি শিশুকে নিয়ে নিজের কোলে রাখলেন ও তাকে লালন-পালন করার ভার

নিলেন। [১৭] তাই প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা বলল, ‘নয়েমি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিল;’ এবং ‘ওবেদ’ বলে তার নাম ঘোষণা করল। এই ওবেদই যেসের পিতা, আর যেসে দাউদের পিতা।

[১৮] পেরেসের বংশতালিকা এ: পেরেস হেস্রোনের পিতা, [১৯] হেস্রোন রামের পিতা, রাম আম্মিনাদাবের পিতা, [২০] আম্মিনাদাব নাহসোনের পিতা, নাহসোন সালমোনের পিতা, [২১] সালমোন বোয়াজের পিতা, বোয়াজ ওবেদের পিতা, [২২] ওবেদ যেসের পিতা, আর যেসে দাউদের পিতা।